কঠোপনিষৎ

মূল মন্ত্র এবং সরল অনুবাদ সমন্বিত

অনুবাদ এবং সম্পাদনা

নীলোৎপল সিন্‌হা

অনুবাদকের নিবেদন

কঠোপনিষৎ একটি অতি পবিত্র ও সারগর্ভযুক্ত কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় উপনিষৎ। এই উপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধে পবিত্র কথা প্রকটিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের মূল মন্ত্রকে বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলায় লুপ্ত 'অ'-এর ব্যবহার না থাকায় আধুনিক টাইপ সেটিংয়ে লুপ্ত 'অ'-এর ব্যবহার নেই। এই সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে 'হ্'-কে লুপ্ত 'অ'-কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়ে পাঠকের সহায়তা একান্তভাবে কাম্য।

বিনীত
নীলোৎপল সিন্‌হা

১

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

॥ প্রথমা বল্লী ॥

ওঁ অশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥

অনুবাদ। বাজশ্রবস (বা আরুণি গৌতম) রাজা ফললাভ কামনায় যজ্ঞে সর্বস্ব দান করেছিলেন। নচিকেতা নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন।

তং হ কূমারং সন্তং দক্ষিণাসূ নীয়মানসূ শ্রদ্ধা আবিবেশ
সোঽমন্যত ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যখন দক্ষিণা দান করা হচ্ছিল, তখন সেই কুমারের মনে শ্রদ্ধার উদয় হ'ল। তিনি এইরূপ চিন্তা করতে লাগলেন।

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যে সকল গাভী জলপান করেছে, ঘাস খেয়েছে, দুধ দান করেছে এবং ইন্দ্রিয়হীন সেই সকল জরাজীর্ণ গাভী দান করলে অনন্দা নামক সুখশূন্য লোকেই গতি হবে।

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥ ৪॥

অনুবাদ। পরে তিনি পিতাকে বললেন, পিতা, আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কাকে দান করবেন? দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এই প্রশ্ন করাতে তাঁর পিতা রূষ্ট হয়ে বললেন, তোমাকে দক্ষিণারূপে মৃত্যুকে দান করব।

বহুনামেমি প্রথমোং বহুনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি॥ ৫॥

অনুবাদ। নচিকেতা বললেন, অনেকেই মৃত্যুর কাছে যাবে ও যাচ্ছে - তাদের মধ্যে আমি প্রথম যাচ্ছি। যমের কি কর্তব্য আছে, যা তিনি এখন আমারদ্বারা সম্পন্ন করবেন।

অনূপশ্য যথা পুর্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পূনঃ॥ ৬॥

অনুবাদ। পূর্বপুরূষদের যা হয়েছিল তা আলোচনা করূন, পরে যাঁরা আসবেন তাঁদের কি হবে, আলোচনা করূন। মর্ত্যবাসী শস্যের ন্যায় পরিপক্ক হয়, শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্মায়।

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণোং গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তি কূর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্॥ ৭॥

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ অতিথি গৃহস্থের গৃহে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রবেশ করে থাকেন। পাদ্যজলাদিদ্বারা সেই অগ্নির তুস্টি করতে হয়। হে বৈবস্বত (যম), পাদ্যোদক এঁকে প্রদান কর॥

আশা প্রতীক্ষে সংগতং সুনৃতাং চ ইষ্টাপুর্তে পূত্রপশুংশ্চ
সর্বান্।
এতদ্ বৃঙক্তে পূরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি
ব্রাহ্মণো গৃহে॥ ৮॥

অনুবাদ। যে অজ্ঞান ব্যক্তির গৃহে ব্রাহ্মণ অনশনে বাস করেন, তাঁর আশা-প্রতীক্ষা-সম্পত্তি ও সূনৃত-ইষ্ট ও পূর্ত (নাগরীক) ক্রিয়াফল, পুত্র ও পশু সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তিস্ত্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে অনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তে অস্তূ ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেং অস্তূ তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্
বৃণীষ্ব॥ ৯॥

অনুবাদ। হে মাননীয় ব্রাহ্মণ, যে হেতু অতিথি হয়েও তুমি তিন রাত্রি আমার গৃহে বাস করেছ, অতএব তিনটি বর প্রার্থনা কর। তোমাকে নমস্কার, আমারও মঙ্গল হ'ক ।

শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমোং মাভি
মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎপ্রতীত এততত্রয়াণাং প্রথমং বরং
বৃণে॥ ১০॥

অনুবাদ। নচিকেতা বললেন, তিনটি বরের মধ্যে প্রথম বর এই প্রার্থনা করি যে আমার পিতা গৌতম শান্তসংকল্প ও সুমনা আমার প্রতি বীতক্রোধ হ'ন এবং যখন তুমি আমাকে বিদায় দিবে তখন যেন তিনি আমাকে পুনরায় গ্রহণ করেন।

যথা পুরস্তাদ্ ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সূখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং
দহশিবান্মৃত্যুমুখাৎপ্রমুক্তম্॥ ১১॥

অনুবাদ। যম বললেন, ঔদ্দলক আরুণি পুর্বের ন্যায় তোমাকে জানবেন। তুমি মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত হলে তোমাকে দেখে তিনি সুখে শয়ন করবেন এবং বীতমন্যু হবেন।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া
বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে

॥ ১২॥

অনুবাদ। নচিকেতা বললেন, স্বর্গলোকে কিছু ভয় নেই, কেউ জরাহেতু ভয় পায় না (কারণ) তুমি সেখানে নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয় উত্তীর্ণ হয়ে ও শোক অতিক্রম করে সকলে স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করে।

স ত্বমগ্নি স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যোং প্রব্রুহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহাম।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ

॥ ১৩॥

অনুবাদ। হে মৃত্যু, সেই স্বর্গপ্রাপ্তি হেতুস্বরূপ অগ্নিকে তুমি জান। আমি শ্রদ্ধাপূর্ণ, আমাকে সেই কথা বল। সেই অগ্নি কি যারদ্বারা স্বর্গবাসীরা অমরত্ব লাভ করেন? এটাই আমি দ্বিতীয় বররূপে প্রার্থনা করছি।

প্র তে ব্রবীমি তদূ মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গূহায়াম্॥ ১৪॥

অনুবাদ। যম বললেন, তোমাকে সে কথা বলছি, তুমি আমার কাছ থেকে (তার) শিক্ষা নাও। হে নচিকেতা, স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ অগ্নির কথা শিক্ষা কর। অনন্ত লোকপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ এই অগ্নি গুহায় নিহিত, তা তুমি জানবে।

লোকাদিমগ্নিং তমূবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎপ্রত্যবদদ্যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পূনরেবাহ তূষ্টঃ

॥ ১৫॥

অনুবাদ। যম তখন নচিকেতাকে সেই লোকাদি সৃষ্টির আদিভূত অগ্নির কথা বললেন; যে প্রকারে যে পরিমান ইটদ্বারা ও যে প্রথায় অগ্নি চয়ন করতে হয়, তা বললেন। এরপর নচিকেতা ঐ কথাগুলি যেরূপ বলা হয়েছিল, সেরূপ পুনরাবৃত্তি করলেন, তাতে মৃত্যু তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে পুনরায় তা বললেন।

তমব্রবীত প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভুয়ঃ।
তবৈব নামা ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ

॥ ১৬॥

অনুবাদ। মহাত্মা যম প্রীত হয়ে বললেন, আমি অদ্য তোমাকে পুনরায় বর প্রদান করছি, এই অগ্নি তোমারই নামে পরিচিত হবে, তুমি এই অনিন্দিতা বিচিত্ররূপা কর্মসকল গ্রহণ কর।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৭॥

অনুবাদ। যিনি তিনটি নাচিকেত অনুষ্টান সম্পাদন করেন, পিতা-মাতা ও আচার্যের অনুশাসন গ্রহণ করেন, যজ্ঞ-অধ্যায়ন-দান এই তিন কর্ম পালন করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু উত্তীর্ণ হ'ন, ব্রহ্মজ্ঞানদাতা পূজনীয় এই অগ্নিকে সম্যগ্‌রূপে জেনে তিনি পরম শান্তি লাভ করেন ।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনূতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পূরথ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ ১৮॥

অনুবাদ। যিনি তিনটি নাচিকেত অনুষ্টান সম্যগ্‌রূপে জেনে নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন, তিনি পূর্বেই মৃত্যুপাশ পরিবর্জন করে ও শোক অতিক্রম করে স্বর্গলোকে আনন্দ পান।

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃঞ্চীষ্ব॥ ১৯॥

অনুবাদ। হে নচিকেতা, এই তোমার স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ অগ্নি যা তুমি দ্বিতীয় বরস্বরূপ প্রার্থনা করেছ, লোকে এই অগ্নিকে তোমারই বলে কীর্তন করবে। হে নচিকেতা, এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনূষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনূশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ ২০॥

অনুবাদ। নচিকেতা বললেন, মনে একটি সংশয় আছে; কেউ কেউ বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর জীবাত্মা থাকে, কেউ কেউ বলেন মৃত্যুর পর জীবাত্মা থাকে না; তৃতীয় বররূপে এই বিদ্যা আমি তোমার কাছে শিক্ষা করতে বাসনা করি।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পূরা ন হি সূবেজ্ঞেয়মণূরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব মা মোপরোত্সীরতি মা সৃজৈনম্॥ ২১॥

অনুবাদ। যম বললেন, পুরাকালে দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করেছেন, এই সূক্ষ্ম ধর্ম সুবিজ্ঞেয় নয়। হে নচিকেতা, অন্য বর প্রার্থনা কর, আমাকে অনুরোধ করো না, এ বর থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বং চ মৃত্যোং যত্র সূবিজ্ঞেমমাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাহগন্যোং ন লভ্যো নান্যো বরস্তূল্য এতস্য কশ্চিৎ॥ ২২॥

অনুবাদ। নচিকেতা বললেন, দেবগণ এ বিষয়ে সন্দেহ করেছেন এবং হে মৃত্যু, তুমিও বলছ এটি সুবিজ্ঞেয় নয়। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য তোমার মতো বক্তাও পাব না, অতএব এ বরের তুল্য অন্য কোন বর নেই।

শতায়ূষঃ পূত্রপৈত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশুন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভুমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ং জীব শরদো যাবদিচ্ছসি

॥ ২৩॥

অনুবাদ। যম বললেন, শতায়ু পুত্র-পৌত্রের বর প্রার্থনা কর, বহূ পশু-হাতী-হরিণ ও অশ্ব প্রার্থনা কর, বৃহদায়তন ভূমি প্রার্থনা কর, এবং তুমি নিজে যত বৎসর ইচ্ছা তত বৎসর জীবিত থাক।

এতত্তূল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভুভৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪॥

অনুবাদ। এটির তুল্য কোন বর যদি মনে করতে পার তাও প্রার্থনা কর। ধন ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, তুমি মহৎ রাজ্যের রাজা হও, আমি তোমাকে সকল কামনার কামভোগী করছি।

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতুর্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষী॥ ২৫॥

অনুবাদ। মর্ত্যলোকে যে যে কামনা দুর্লভ, সে সমস্তই ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। মানুষ কখনও লাভ করে না, এই রথ ও তূরিসহ রামাগণ আমি তোমাকে দান করছি, এদের পরিচর্যা গ্রহণ কর। হে নচিকেতা, মরন সম্বন্ধে প্রশ্ন কর না।

শ্বো ভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বম্ জীবিতমল্পেমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে

॥ ২৬॥

অনুবাদ। নচিকেতা বললেন, হে মৃত্যু, এ সকল বস্তুর ভোগ ক্ষণস্থায়ী, এ সকলই মানুষের ইন্দ্রিয়সকলের তেজ হ্রাস করে, সমস্ত জীবনও স্বল্পমাত্র, অতএব তোমার রথাদি ও নৃত্যগীত তোমারই থাকুক।

ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তূ মে বরণীয়ঃ স এবঃ

॥ ২৭॥

অনুবাদ। মানুষ ধনদ্বারা তৃপ্ত হয় না, যখন তোমার দর্শন করেছি তখন আমার ধনলাভের ইচ্ছা কি? যতদিন তুমি প্রভু থাকবে ততদিন আমরা জীবিত থাকব। আমার প্রার্থনীয় বর কেবল এইটিই।

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত

॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। অজর ও অমরগণের সন্নিকটস্থ হয়ে এবং তাকে সম্যকজ্ঞাত হয়েও জরামরনশীল কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকতে চায়? সুখসম্ভোগের অনিত্যতা চিন্তা করে অতি দীর্ঘ জীবনই বা কে প্রার্থনা করে।

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎসাম্পরায়ে মহতি ব্রুহি নস্তৎ।
যোহ্য়ং বরো গূঢ়মনূপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। হে মৃত্যু, যে বিষয়ে সকলেই সন্দেহ করে, সেই মহৎ পরলোক বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দাও। নচিকেতা এই গূঢ় বিষয়ে বর প্রার্থনা করছে, অন্য কোন বর প্রার্থনা করে না।

॥ দ্বিতীয়া বল্লী ॥

অন্যচ্ছেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্ভে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধূ ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ ১ ॥

অনুবাদ। যম বললেন, শ্রেয় পদার্থ ভিন্নরূপ ও প্রিয় পদার্থও ভিন্নরূপ; ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের জন্যই পুরূষ তাদের অধিকার করে। যিনি শ্রেয়কে অবলম্বন করেন তাঁরই মঙ্গল, যিনি প্রিয়কে অবলম্বন করেন তিনি পরমার্থ থেকে বঞ্চিত হন।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনূষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ ২ ॥

অনুবাদ। শ্রেয় ও প্রিয় উভয়ই মানূষকে আশ্রয় করে। ধীরব্যক্তি সম্যক আলোচনা করে তাদের পৃথক করেন। সুধীব্যক্তি প্রিয় অপেক্ষা আদরনীয় শ্রেয়কেই বরণ করেন, ধীশূন্যব্যক্তি শারীরিক সুখসাধক প্রিয়কেই বরণ করে।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেনোঽত্যস্ত্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সূঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনূষ্যাঃ

॥ ৩ ॥

অনুবাদ। হে নচিকেতা, তুমি প্রিয় ও সুন্দর কাম্যবস্তু বিশেষরূপে আলোচনা করে ত্যাগ করেছ। যে ধনের আশার সুন্দরমালাতে বহূ মানুষ নিমগ্ন হয়, তা তুমি গ্রহণ করনি।

দুরমেতে বিপরীত বিষুচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিতং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা
বহবোহ্লোলূপন্ত॥ ৪॥

অনুবাদ। অবিদ্যা ও বিদ্যা এ দুটি অতিশয় বিপরীত এবং ভিন্নগতি। আমি নচিকেতাকে বিদ্যাভিলাষী বলেই জানি, কেন না অনেক কাম্য পদার্থও তোমার দৃঢ়তাকে লোপ করতে পারেনি।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মুঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ

॥ ৫॥

অনুবাদ। মূঢ়ব্যক্তিরা অবিদ্যায় অবস্থান করেও নিজেদের ধীর ও পন্ডিত বলে মনে করে অন্ধদ্বারা চালিত অন্ধের ন্যায় অতিশয় কুটিল গমনে চারিদিকে ভ্রমণ করতে থাকে।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালঃ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মুঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পূনঃ পূনর্বশমাপদ্যতে মে॥ ৬॥

অনুবাদ। ধনের আশায় মত্ত মূঢ় বালকের কাছে পরলোকে শুভ উপদেশ প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে পরলোক নাই এইরূপ যে মনে করে, সে পুনঃ পুনঃ আমারই অধীনে আসে।

শ্রবণায়াপি বহূরভির্যো ন লক্ষ্যঃ শৃণ্বন্তোহ্পি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কূশলোহ্স্য লব্ধাহ্শ্চর্যো জ্ঞাতা কূশলানূশিষ্টঃ॥ ৭॥

অনুবাদ। যে পরমাত্মার কথা অনেকে শোনার ক্ষমতা রাখেনা ও যাঁর বিষয়ে শ্রবণ করেও অনেকে বোঝেনা, তাঁর বিষয়ে যিনি শিক্ষা দিতে পারেন সেরূপ বক্তা বিরল এবং উত্তমরূপে শিক্ষিত হলেও তাঁর বিষয় বুঝতে পারে এমন লোকও বিরল।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র অমীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ ৮॥

অনুবাদ। সামান্য মানুষের শিক্ষায় বহু চিন্তাদ্বারাও সেই পরমাত্মাকে জানা যায় না। অসামান্য আচার্যের শিক্ষা ছাড়া উপায় নেই। কেননা সেই পরমাত্মা অনুপ্রমান থেকেও সূক্ষ্ম এবং তর্কের অতীত।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তা ন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃক্ নো ভুয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥ ৯॥

অনুবাদ। হে প্রিয়তম, অসামান্য আচার্যদ্বারা সেই পরমাত্মার জ্ঞানোপদেশ উক্ত হলেই সু-জ্ঞান দায়ক হয়, তা তর্কদ্বারা পাওয়া যায় না। তুমি সত্যধৃতি, তুমি এই মতি প্রাপ্ত হয়েছ। হে নচিকেতা, তোমার মতো অনেক বিদ্যার্থী যেন আমার কাছে আসে।

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোমগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥ ১০॥

অনুবাদ। আমি জানি, কর্মফল অনিত্য এবং অনিত্যদ্বারা সেই নিত্য পাওয়া যায় না। আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেছি, অতএব অনিত্যদ্বারা অনুষ্ঠিত সেই অগ্নিচয়নেরফলে এই নিত্যপদ পেয়েছি।

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদূরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্টবা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ১১॥

অনুবাদ। হে নচিকেতা, অভিলাষের পরিতৃপ্তি, জগতের প্রতিষ্ঠা, সুকৃতির অনন্ত ফল, অভয়ের পার, মহৎ স্তোম, বিস্তীর্ণ গতি, উত্তম স্থিতি - এ সমস্ত পেয়েও তুমি ধীমানের মতো এ সমস্ত পরিত্যাগ করেছ।

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১২॥

অনুবাদ। সেই দুর্দর্শ, গূঢ়, প্রচ্ছন্ন, গুহায় লুক্কায়িত, গহ্বরেস্থিত, পুরাতন আত্মাকে আধ্যাত্ম যোগদ্বারা পরমেশ্বর বলে জানতে পেরে ধীমানেরা সুখ ও দুঃখ থেকে মুক্ত হ'ন।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণূমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং
মন্যে॥ ১৩॥

অনুবাদ। এই কথা শুনে এবং পৃথকরূপ জেনে সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে সেই হর্ষণীয় আত্মাকে লাভ করে মর্ত্যের মানুষ আনন্দিত হয়; আমি মনে করি নচিকেতার জন্য ব্রহ্মদ্বার উন্মুক্ত।

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎকৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভুতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ॥ ১৪॥

অনুবাদ। নচিকেতা বললেন, যা ধর্মানুষ্ঠানদি থেকে পৃথক ও অধর্ম থেকেও পৃথক, যা কৃত ও অকৃত থেকেও পৃথক, যা ভূত ও ভবিষ্যৎ থেকে পৃথক, এইরূপ যে বস্ত তুমি দেখেছ, তা আমাকে বল।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ
ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ১৫॥

অনুবাদ। যম বললেন, সকল বেদ যে পদের কীর্তন করছে, সকল তপ যাঁকে লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যাঁকে পাওয়ার বাসনায় লোকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, সেই পদ আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলছি - সেই পদটি ওঁ।

এতদ্ধেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬॥

অনুবাদ। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর ব্রহ্ম। এই অক্ষর জেনে যিনি যা ইচ্ছা করেন, সে বস্ত তাঁর (হয়)।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদাবম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৭॥

অনুবাদ। এটিই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এটিই পরম অবলম্বন। এই অবলম্বন যিনি জ্ঞাত হ'ন তিনি ব্রহ্মলোকে মহত্ত্ব পেয়ে থাকেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কূতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পূরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ১৮॥

অনুবাদ। এই আত্মা জন্ম ও বিনাশহীন এবং মেধাবী, ইনি অন্য কারন থেকে উৎপন্ন হ'ন না ও তাঁর থেকে অন্য পদার্থও উৎপন্ন হয় না। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, শরীর নষ্ট হলেও ইনি নষ্ট হ'ন না।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তূং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯॥

অনুবাদ। নিহন্তা যদি মনে করে যে আমি ঐ জীবকে হত্যা করব, নিহতও যদি মনে করে যে আমি হত, তাঁরা উভয়েই ভূল। এক জীব হত্যাও করে না অপর জীব নিহতও হয় না।

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গূহায়াম্।
তমক্রতূঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতূপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥ ২০॥

অনুবাদ। আত্মা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, মহৎ থেকেও মহত্তর, এটি প্রাণিদের হৃদয়ে নিহিত আছে। বীতকাম এবং বীতশোক পুরূষই ধাতার প্রসাদে আত্মার মহিমা সন্দর্শন করতে পারেন।

আসীনো দুরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতূমহর্তি॥ ২১॥

অনুবাদ। তিনি আসীন হয়েও সদূর ভ্রমণ করেন, শুয়ে থেকেও সর্বত্র গমন করেন। সেই সহর্ষ ও হর্ষশূন্য পরমাত্মাকে তৎসদৃশ বা তদংশ আত্মাস্বরূপ আমি ভিন্ন আর কে জানতে পারে?

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২২॥

অনুবাদ। ধীমান পুরূষ শরীরে সেই অশরীর আত্মাকে জেনে, অনিত্যে সেই নিত্যকে জেনে, মহান ও সর্বব্যাপী সেই আত্মাকে জ্ঞাত হয়ে আর কখনও শোক ভোগ করেন না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহূনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণূতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণূতে তনুং
স্বাম্॥ ২৩॥

অনুবাদ। সে আত্মাকে প্রবচনদ্বারা জানা যায় না, মেধাদ্বারা জানা যায় না, শাস্ত্রদ্বারা জানা যায় না। তিনি যাঁকে বরন করেন, তিনিই জানতে পারেন, আত্মা তাঁর দেহকে নিজের বলে বরণ করেন।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নূয়াৎ॥ ২৪॥

অনুবাদ। যিনি দুশ্চরিত থেকে বিরত হ'ননি, যিনি শান্ত হ'ননি, যিনি একাগ্রমনা হ'ননি, যিনি শান্তমন হ'ননি, তিনি (শুধু) প্রজ্ঞানদ্বারা এই আত্মাকে পান না।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ২৫॥

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই যাঁর ওদনস্বরূপ, মৃত্যু যাঁর উপসেচন, তিনি কোথায় তা কে জানেন।

॥ তৃতীয়া বল্লী ॥

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমেং পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ১ ॥

অনুবাদ। এই লোকে, পরম ও পরার্ধ স্থানে, গুহায় প্রবিষ্ট উভয়েই স্বকৃত কর্মেরফলভোগ করেন। ব্রহ্মবেত্তৃগণ এবং ত্রি-নাচিকেত পঞ্চাগ্নিকগণ তাঁকে আলোক ও ছায়াস্বরূপ বলেন।

যঃ সেতূরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি॥ ২ ॥

অনুবাদ। যে নাচিকেত যজ্ঞ যজমানদের সেতুস্বরূপ, যা ব্রহ্মস্বরূপ পরম অক্ষর, যা সংসারীদের পক্ষে ভয়শূন্য পারস্বরূপ, তা সম্পাদনে যেন সমর্থ হই।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তূ।
বুদ্ধিং তূ সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। আত্মাকে রথীস্বরূপ, শরীরকে রথস্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ এবং মনকে প্রগ্রহস্বরূপ জেন।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহূর্বিষয়াংস্তেষূ গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহূর্মনীষিণঃ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব এবং কাম্য বিষয়গুলি পথ বলা হয়। ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে সংযুক্ত আত্মাকে বিবেকিগণ ভোক্তা বলে গেছেন।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যিনি বিজ্ঞান সম্পন্ন ন'ন, যাঁর মন সমাহিত নয়, সারথির দুষ্টাশ্বের মতো তাঁর ইন্দ্রিয়সকল অবশ হয়।

যস্তূ বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৬॥

অনুবাদ। যিনি বিজ্ঞানবান, যাঁর মন সমাহিত, সারথির সদশ্বের মতো তাঁর ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়।

যস্তববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাহ্শূচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥ ৭॥

অনুবাদ। যিনি বিজ্ঞানবান ন'ন, যাঁর মন সমাহিত নয়, তিনি অশুচি, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন না। কেবল সংসারই অধিগমন করেন।

যস্তূ বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাসশূছি।
স তূ তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভুয়ো ন জায়তে॥ ৮॥

অনুবাদ। যিনি বিজ্ঞানবান, যাঁর মন সুসমাহিত, সুতরাং যিনি সদা শুচি তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন, তা থেকে আর পুনর্জন্ম হয় না।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তূ মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোহ্ধনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৯॥

অনুবাদ। বিজ্ঞান যাঁর সারথি, মন যাঁর প্রগ্রহ, তিনি সংসার পথের শেষসীমা প্রাপ্ত হ'ন, তা হ'ল বিষ্ণু পরমপদ।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তূ পরা বূদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয় থেকে অর্থ মহৎ, অর্থ থেকে মন মহৎ, মন থেকে বুদ্ধি মহৎ, বুদ্ধি থেকে আত্মা অতি মহৎ।

মহাতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পূরুষঃ পরঃ।
পূরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১॥

অনুবাদ। মহৎ থেকেও অব্যক্ত মহৎ, অব্যক্ত থেকেও পুরূষ মহৎ, সে পুরূষ থেকে মহৎ কিছু নেই, তিনিই কাষ্ঠা, তিনিই পরম গতি।

এষ সবেংষূ ভুতেষূ গুঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রযয়া বূদ্ধয়া সুক্ষ্ময়া সুক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২॥

অনুবাদ। তিনি সর্বভূতেই গূঢ় আছেন, প্রকাশিত হ'ন না, কেবল সূক্ষ্মদর্শীদের একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হ'ন।

যচ্ছে দ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছান্ত আত্মনি॥ ১৩॥

অনুবাদ। প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনে নিয়মিত করবেন, মনকে জ্ঞানে নিয়মিত করবেন, জ্ঞানকে মহৎ আত্মায় নিয়মিত করবেন এবং মহৎ আত্মাকে শান্ত আত্মায় নিয়মিত করবেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষূরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দূর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি

॥ ১৪॥

অনুবাদ। হে জীবগণ, তোমরা ওঠ, জাগো, বর প্রাপ্ত হয়ে তা উপলব্ধি কর, যেরূপ ক্ষুরের ধার দিয়ে গমন করা দুঃসাধ্য, সুধীগণ বলেন, এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পথ সেইরূপ দুর্গম।

অশব্দমস্পর্থমরূপমব্যয়ং তথাহ্রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যূমুখাৎ
প্রমূচ্যতে॥ ১৫॥

অনুবাদ। যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অক্ষর, যিনি রসশূন্য, নিত্য ও গন্ধশূন্য, যিনি অনাদি, অনন্ত, মহৎ থেকেও মহৎ এবং ধ্রুব, তাঁকে জেনে লোকে মৃত্যুমুখ থেকে মুক্তি লাভ করে।

নাচিকেতমূপাখ্যানং মৃত্যূপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬॥

অনুবাদ। মৃত্যুদ্বারা প্রোক্ত এ নচিকেতার সনাতন উপাখ্যানটি ব্যাখ্যা করে ও শ্রবণ করে মেধাবী লোক ব্রহ্মলোকে মহত্ত্ব পান।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কলপতে।
তদানন্ত্যায় কলপতে॥ ১৭॥

অনুবাদ। যিনি এই পরম গুহ্য কথা ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রবণ করান, বা শুচিভাবে শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, তাঁর অনন্তফল লাভ হয়।

॥ ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

২

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

॥ প্রথমা বল্লী॥

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ংভুস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১ ॥

অনুবাদ। যম বললেন, স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্যবস্তু গ্রহণ সমর্থ করেছেন, সুতরাং লোকে বাহ্য পদার্থের দিকেই দেখে, অন্তরাত্মার দিকে দেখে না। তবু কোন কোন সুধীব্যক্তি অমরত্বলাভের ইচ্ছায় অন্তর্দৃষ্টি হয়ে অন্তরাত্মার দর্শনও করে থাকেন।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২ ॥

অনুবাদ। বালকের ন্যায় নির্বোধব্যক্তি বাইরের ভোগ্যবস্তুকে অনুসরণ করে থাকে ও মৃত্যুর বিস্তীর্ণ জালে জড়ায়। সুধীগণ, অমরত্বকে ধ্রুব জেনে এই অধ্রুব পদার্থগুলির মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করে না।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দাংস্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ এতদ্ বৈ তৎ

॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যে আত্মার অস্তিত্বেই লোকে রূপ, রশ, গন্ধ, শব্ধ, স্পর্শ ও সঙ্গমসুখ উপলব্ধি করতে পারে, সে আত্মার অবিজ্ঞেয় কি আছে? সেই আত্মার প্রভাবেই আত্মজ্ঞান জন্মিয়ে থাকে। এটিই সেই আত্মা।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানূপশ্যতি।
মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৪ ॥

অনুবাদ। স্বপ্নে ও জাগরণে উভয় অবস্থায়ই যে আত্মার অস্তিত্ব সকল পদার্থ দেখা যায়, সুধীগণ সেই আত্মাকে মহান এবং সর্বব্যাপী জেনে শোক-তাপ থেকে মুক্ত হ'ন।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশান ভুতভব্যস্য ন ততো বিজূগূপ্সতে॥ এতদ্ বৈ তৎ

॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যিনি এই কর্মফলভোগী জীবাত্মাকে সদা সন্নিকটে বর্তমান ও ভূতভব্যের ঈশ্বর থেকে অভিন্ন বলে জানেন তিনি তদনন্তর অভয় প্রাপ্ত হ'ন; যেহেতু তখন তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন এটিই সে আত্মা।

যঃ পুর্বং তপসো জাতমদ্ভয়ঃ পুর্বমজায়ত।
গূহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভুতেভির্ব্যপশ্যত॥ এতদ্ বৈ
তৎ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। আত্মা প্রথমে তপ থেকে জাত হয়ে উদকোৎপত্তিরও পূর্বে উৎপন্ন হয়েছেন এবং শরীরের হৃদয়গুহায় প্রবেশ করে বাস করেন। যিনি আত্মাকে এইরূপ সর্বভূতে বর্তমান দেখেন, তিনি জানেন; এটিই সে আত্মা।

যা প্রাণেন সংভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গূহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যো ভুতেভির্ব্যজায়ত॥ এতদ্ বৈ
তৎ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যে সর্বদেবতাময়ী অদিতি প্রাণের সঙ্গে উৎপন্ন হয়ে থাকেন, যিনি শরীরের হৃদয়গুহাতে প্রবেশ করে বাস করেন, যিনি সর্বভূতের সঙ্গে জন্মে থাকেন; এটিই সে আত্মা।

অরণ্যোর্নিহিতী জাতবেদা গর্ভ ইব সূভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিবে ঈড়য়ো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনূষ্যেভিরগ্নি॥ এতদ্ বৈ তৎ॥ ৮॥

অনুবাদ। যে জাতবেদা অগ্নি, অরণি কাঠে নিহিত থাকেন এবং গর্ভিণীদ্বারা গর্ভের মতো সেখানে সম্যগরূপে রক্ষিত হ'ন, যিনি জাগরিত মানুষেরদ্বারা প্রতিদিন হবিদ্বারা পূজনীয়; এটিই সে আত্মা।

যতশ্চোদেতি সুর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদূ নাত্যেতি কশ্চন॥ এতদ্ বৈ তৎ॥ ৯॥

অনুবাদ। যেখান থেকে সূর্য উদয় হয়, যেখান থেকে সূর্য অস্ত যান, সকল দেবতা তাঁরই মধ্যে সংপ্রবেশিত রয়েছেন, কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না; এটিই সে আত্মা।

যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০॥

অনুবাদ। যিনি এই শরীরে ব্যাপ্যরূপে আছেন, তিনিই অন্য স্থানে ব্যাপকরূপেও আছেন, যিনি অন্যস্থানে, তিনিই এস্থানেও আছেন। যে ব্যক্তি ভিন্ন মনে করে সে বার বার মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১॥

অনুবাদ। মনদ্বারাই ব্রহ্মের একত্ব ধারণা করতে হবে, এই ব্রহ্মে ভিন্ন ভিন্ন কিছুই নেই। যে এই ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে, সে বার বার মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পূরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভুতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ এতদ্ বৈ তৎ॥ ১২॥

অনুবাদ। শরীরের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরূষ বাস করেন। তিনিই ভূতভব্যের ঈশ্বর, এটি জানলে আর ভয়ের কারণ থাকে না; এটিই সে আত্মা।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পূরূষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভুতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥ এতদ্ বৈ তৎ

॥ ১৩॥

অনুবাদ। অঙ্গুষ্ঠমাত্র সেই পুরূষ ধূমশূন্য জ্যোতির ন্যায়, তিনিই ভূতভব্যের ঈশ্বর, তিনি আজ আছেন, তিনি কাল থাকবেন; এটিই সে আত্মা।

যথোদকং দূর্গে বৃষ্টং পর্বতেষূ বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানূবিধাবতি॥ ১৪॥

অনুবাদ। যথা দুর্গম গিরিশিখরে পতিত বৃষ্টিজল নিম্ন পার্বত্য ভূমিতে নানাকারে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ এক স্থান থেকে আগত ধর্মগুলিও আলাদা আলাদা মনে করে লোকে নানা ধর্মের দিকে ধাবিত হয়।

যথোদকং শূদ্ধেশূদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মূনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫॥

অনুবাদ। যথা নির্মল জলে প্রক্ষিপ্ত নির্মল জল অভিন্নতাই পায়, হে গৌতম, অদ্বৈত ধী মননশীলব্যক্তির আত্মা পরমাত্মায় নিহিত হলে সেইরূপ অভিন্নতাই লাভ করে।

॥ দ্বিতীয়া বল্লী ॥

পূরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তিশ্চ বিমুচ্যতে॥ এতদ্ বৈ তৎ

॥ ১ ॥

অনুবাদ। অজাত ও অবক্রচেতা ব্রহ্ম, এই একাদশদ্বার পুরশরীরে অবস্থান করেন। তাঁকে যিনি ধ্যান করেন, তিনি শোক পান না এবং কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন; এটিই সে আত্মা।

হংসঃ শূচিষদ্ বসূরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা
ঋতং বৃহৎ॥ ২ ॥

অনুবাদ। সেই ব্রহ্ম হংসরূপে শুদ্ধ আকাশে বাস করেন, বসুরূপে অন্তরীক্ষে বাস করেন, হোতারূপে বেদিতে বাস করেন, অতিথিরূপে গৃহে বাস করেন। তিনি মানুষে আছেন, দেবগণে আছেন, সত্যে আছেন, আকাশে আছেন, তিনি জলে জাত, পৃথিবীতে জাত, যজ্ঞেজাত, পর্বতেজাত, তিনি সত্যস্বরূপ এবং মহান।

ঊর্ধ্বং প্রাণমূন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে॥ ৩ ॥

অনুবাদ। তিনি ঊর্ধ্বে প্রাণবায়ুকে প্রেরণ করেন, নিম্নে অপানবায়ুকে ক্ষেপণ করেন, মধ্যে সেই ভজনীয় বাস করেন, সর্বদেব তাঁকে উপাসনা করেন।

অস্য বিস্ত্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমূচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ এতদ্ বৈ তৎ

॥ ৪ ॥

অনুবাদ। শরীরস্থ জীবাত্মা শরীর ভ্রষ্ট থেকে প্রবৃত্ত হয়ে দেহ থেকে বিমুক্ত হলে কি অবশিষ্ট থাকে? এটিই সে আত্মা।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তূ জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫॥

অনুবাদ। কেবল প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুর দ্বারা কোনও মর্ত্য জীবন ধারণ করে না, লোকে আত্মার অস্তিত্বেই জীবন ধারণ করে, প্রাণ ও অপান যাঁতে আশ্রিত সেই আত্মার অস্থিত্বেই জীবিত থাকে।

হন্তং ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গূহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬॥

অনুবাদ। হে গৌতম, এখন আমি তোমাকে এই গুহ্য সনাতন ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করব, মৃত্যুর পর সে আত্মার কি হয়, তা শোন।

যোনিমন্যে প্রপধন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণূমন্যেঽনুসংয়ন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥ ৭॥

অনুবাদ। কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কেউবা গর্ভে প্রবেশ করে শরীর ধারণ করে, কেউবা স্থাবরভাব অনুগত হয়।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদূ নাত্যেতি কশ্চন॥ এতদ্
বৈ তৎ

॥ ৮॥

অনুবাদ। যে পুরুষ সুপ্ত প্রাণিদের মধ্যেও জেগে থেকে প্রাণিদের কামনা নির্মাণ করেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকেই অমর বলে, তাঁতেই সর্বলোক আশ্রিত আছে, তাঁর অতীত কেউ নেই; এটিই সে আত্মা।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভুতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ

॥ ৯॥

অনুবাদ। যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন, সেইরূপ সর্বভূতান্তর্গত একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা পেয়ে থাকেন, কিন্তু বিকারশূন্য তিনি সর্বভূতের বাইরের আশ্রয়ভাবে বিদ্যমান রয়েছেন।

বায়ূর্যথৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভুতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ

॥ ১০॥

অনুবাদ। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবেশ করে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন, সেইরূপ সর্বভূতান্তর্গত একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা পেয়ে থাকেন, কিন্তু বিকারশূন্য তিনি সর্বভূতের বাইরের আশ্রয়ভাবে বিদ্যমান রয়েছেন।

সুর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষূর্ন লিপ্যতে চাক্ষূষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভুতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদূঃখেন ব্রাহ্মঃ

॥ ১১॥

অনুবাদ। যেমন সূর্য, সর্বলোকের চক্ষু হয়েও চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট বাহ্য দোষগুলিতে স্বয়ং লিপ্ত হ'ন না, সেইরূপ সর্বভূতান্তর্গত এক আত্মা লোক দুঃখে স্বয়ং লিপ্ত হ'ন না, তিনি সে সকলের অতীত।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহূধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহ্নূপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সূখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২॥

অনুবাদ। সর্বভূতান্তর্গত আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, তিনিই সর্ব জগৎ বশীকৃত করেছেন, তিনি প্রকৃত এক রূপকে নানারূপ করেন। যে সুধীব্যক্তিগণ তাঁকে স্ব স্ব আত্মাতে দেখতে পান, তাঁরাই নিত্যসুখের অধিকারী, অন্যে হয় না।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতননামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেহ্নূপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১৩॥

অনুবাদ। তিনি অনিত্যদের মধ্যে নিত্য, তিনি চেতন পদার্থের চৈতন্যস্বরূপ, তিনি এক হয়েও বহু প্রাণীর কামনা পূর্ণ করেন। যে সুধীব্যক্তিগণ তাঁকে স্ব স্ব আত্মাতে দেখতে পান, তাঁরাই নিত্যসুখের অধিকারী, অন্যে হয় না।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দশ্যং পরমং সূখম্।
কথংতূ তদ্বিজানীয়াং কিম্ ভাতি বিভাতি বা॥ ১৪॥

অনুবাদ। সেই আত্মা এই, এটি জেনে সূধীগণ অনির্দেশ্য ও পরম সুখ অনুভব করেন। আমি তাঁকে কিরূপে বুঝব? তিনি আমার বুদ্ধিতে প্রকাশ পাবেন কিনা?

ন তত্র সুর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিধূতো ভান্তি
কূতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনূভাতি সর্ব তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি

॥ ১৫॥

অনুবাদ। সেই ব্রহ্মকে সূর্য বা চন্দ্র, তারকা বা বিদ্যুৎ প্রকাশ করে না, অগ্নির তো কথাই নেই। দীপ্তিমান ব্রহ্মকে অবলম্বন করে অন্য সমস্ত অনুদীপ্ত, তাঁর প্রভায় সূর্যাদি সমস্তই প্রভাবিশিষ্ট।

॥ তৃতীয়া বল্লী ॥

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখঃ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিংল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদূ নাত্যেতি কশ্চন॥ এতদ্ বৈ তৎ॥ ১॥

অনুবাদ। যে সনাতন পুরুষ অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় ঊর্ধ্বমূল এবং অধঃশাখ তিনিই জ্যোতিষ্মান, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকেই অমর বলা যায়, সর্বলোক তাঁতেই আশ্রিত, তাঁর অতীত কেউ নেই; এটিই সে আত্মা।

যদিদং কিং চ জগৎসর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদূরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২॥

অনুবাদ। এই যে সমস্ত জগৎ এটি তাঁর থেকেই নির্গত এবং তাঁর অস্তিত্বেই অস্তিত্বপ্রাপ্ত, অথচ তিনিই মহদ্‌ভয়স্বরূপ উদ্যত বজ্রস্বরূপ, যাঁরা এটি বুঝেছেন তাঁরাই অমরত্ব লাভ করেন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সুর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৩॥

অনুবাদ। এঁরই ভয়ে অগ্নি তাপ দান করে, এঁরই ভয়ে সূর্য কিরণ দান করে, ইন্দ্র ও বায়ু এবং পঞ্চমপদস্থ মৃত্যু এঁরই ভয়ে স্ব স্ব কাজে ধাবিত হ'ন।

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্ত্রসঃ।
ততঃ সর্গেষূ লোকেষূ শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪॥

অনুবাদ। শরীরের ধ্বংসের পূর্বে এই জীবনেই যিনি তাঁকে বুঝতে সক্ষম হ'ন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন, নতুবা সৃষ্ট লোকসমূহেই পুনরায় শরীর ধারণ করেন।

যথাহ্‌দর্শে তথাহ্‌ত্মতি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সূ পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥ ৫॥

অনুবাদ। দর্পণে যেরূপ দেখা যায়, নিজআত্মায় ব্রহ্মকে সেইরূপ দেখা যায়। স্বপ্নে যেরূপ দেখা যায়, পিতৃলোকেও সেইরূপ, জলে যেরূপ দেখা যায়, গন্ধর্বলোকেও সেইরূপ (দেখা যায়)। আত্মা ও পরমাত্মা ছায়াতপের ন্যায় ব্রহ্মলোকে স্পষ্ট প্রতীত হয়ে থাকে।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৬॥

অনুবাদ। যিনি আত্মা থেকে ইন্দ্রিয়ের পৃথকভাব বুঝতে পারেন এবং পৃথক উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণেরই উদয় ও অস্ত এ কথা জানেন, সে সুধীব্যক্তি শোক পান না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের উপরই মনের আধিপত্য, মনও বুদ্ধির অধীন, বুদ্ধিই অনন্ততত্ত্বের ভূমি, এই অহংকেই মহৎতত্ত্ব বলে; মহৎতত্ত্বের মূল অব্যক্ত।

অবয়ক্তাত্তু পরং পূরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ্ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৮॥

অনুবাদ। অব্যক্তের উপর সেই সর্বব্যপী অলিঙ্গ পুরূষ, তাঁকে জানতে পারলেই জীবগণ মুক্তি ও অমরত্ব লাভ করে।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপস্য ন চক্ষূষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদূরমৃতাস্তে ভবন্তি

॥ ৯॥

অনুবাদ। তাঁর রূপ নয়ন গোচর হয় না, কেউই এঁকে চক্ষুদ্বারা দেখতে পায় না, বিকল্প বর্জিত, হৃদয়স্থ বুদ্ধি সহ মননদ্বারাই তাঁকে জানা যায়, যাঁরা এটি জানেন তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১০॥

অনুবাদ। যখন জ্ঞানসাধন পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের সঙ্গে মিলিত হয় এবং বুদ্ধিও স্বচেষ্টায় বিনিবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকেই পরম গতি বলে।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১॥

অনুবাদ। এই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলে। তখন প্রমাদ বর্জিত হয়। কেন না যোগ সম্পন্নও হতে পারে বিনষ্টও হতে পারে।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষূষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদূপলভ্যতে॥ ১২॥

অনুবাদ। বাক্যেরদ্বারা বা মনেরদ্বারা বা চক্ষুর্দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি আছেন এই স্বীকার ব্যতীত অন্য কিরূপে তাঁর উপলব্ধি হতে পারে।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩॥

অনুবাদ। তিনি আছেন কেবল এইমাত্র উপলব্ধি করা যায়, কার্য ও কারণ এই তত্ত্বানুসন্ধানেই তাঁর উপলব্ধি হয়। তিনি আছেন এই উপলব্ধি হলেই তদীয় জ্ঞানও প্রসন্ন হয়।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেঽস্যহৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪॥

অনুবাদ। যখন পরমার্থদর্শীর হৃদয়াশ্রিত সমস্ত বাঞ্ছা দূরীকৃত হয়, তখন সেই মর্ত্য অমরত্ব লাভ করেন এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হ'ন।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবন্নেতাবদ্ধ্যয়নূশাসনম্॥ ১৫॥

অনুবাদ। যখন ইহলোকের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখনই মর্ত্য অমরত্ব লাভ করে। এটুকুই অনুশাসন।

শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মুর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি

॥ ১৬॥

অনুবাদ। হৃদয়ের একশত একটি নাড়ী আছে, তার মধ্যে মাত্র একটি মস্তকের শেষ পর্যন্ত গেছে, যে মানুষের প্রাণবায়ু সেই পথে নিঃসৃত হয়, সেইব্যক্তিই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্যান্য নাড়ী পথে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হলে পুনঃ পুনঃ সংসারেই আসতে হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎপ্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭॥

অনুবাদ। অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বদা লোকের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন, শরকাঠি থেকে যেরূপ মুঞ্জ পৃথক করে, সেইরূপ ধৈর্যের সঙ্গে তাঁকে নিজ শরীর থেকে পৃথক করবে, তাঁকে জ্যোতিষ্মান এবং অমর বলে জানবে, প্রকৃতই জ্যোতিষ্মান এবং অমর বলে জানবে।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধা বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্ত্রম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভুদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব॥ ১৮॥

অনুবাদ। নচিকেতা মৃত্যুরদ্বারা ব্যাখ্যাত এই বিদ্যা এবং সমস্ত যোগবিধি শিক্ষা করে মৃত্যু ও রজোমুক্ত হয়ে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হলেন। অপর ব্যক্তিও যিনি এইরূপ আধ্যাত্ম অবগত হবেন, তাঁরও এইরূপ হবে।

॥ ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

ওঁ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥